দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্রদের তিন দফা দাবী সরকার মেনে নিয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্কুলছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে সরকার এসএসসি পরীক্ষার নতুন নম্বর পদ্ধতি বাতিল করেছেন।

গতকাল রোববার শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা ঘোষণা করেছেন। নতুন পদ্ধতিতে আগামী এসএসসি পরীক্ষা থেকে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পদ্ধতিতে আলাদা আলাদাভাবে পাস করার কথা।

ডাঃ চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিক্ষোভরত ছাত্ররা ঘরে ফিরে যাবে। সরকার ছাত্রদের তিন দফা দাবী মেনে নিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, যেসব ছাত্র ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেবে তাদেরকে পাস করতে ৩৬ নম্বর নয় বরং ৩৩ নম্বর পেলেই হবে। আর পৃথক পৃথকভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলকভাবে পাস নম্বর পেতে হবে না, এক সাথেই গণ্য করা হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো নৈর্বাচনিক গণিতে কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে না।

তবে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৮৯ সালে অষ্টম শ্রেণী থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় ১৯৮২ সালে টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ ও ১৯৮৬-র পরীক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে। তখন কেউ আপত্তি করেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ডাঃ চৌধুরী বলেন, আগেই প্রেসনোটের মাধ্যমে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রথম বিভাগ পেতে ৬০০ ও দ্বিতীয় নম্বর পেতে ৪৫০ নম্বর লাগবে।

বিক্ষোভ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্কুলছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে গতকাল রোববারও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। গতকাল রোববার মীরপুর, তোপখানা রোড, মতিঝিল, মালিবাগ, খিলগাঁও প্রভৃতি এলাকায় ছাত্ররা কমপক্ষে ১০টি গাড়ী ভাংচুর করে। উত্তেজিত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ তোপখানা রোডসহ শহরের কয়েকটি এলাকায় লাঠিচার্জ করেছে। ছাত্ররা পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

গত কয়েক দিনে স্কুলছাত্ররা

ছাত্র ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

স্কুল ঃ ছাত্রদের বিক্ষোভ

(১ম পাতার পর)

তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাজধানীতে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রায় ২শ' গাড়ি ভাংচুর করে। পুলিশ বেশকিছু ছাত্রকেও গ্রেফতার করেছে।

স্কুলছাত্রদের 'স্ট্রি স্টাইল' বিক্ষোভ প্রদর্শন ও গাড়ি ভাংচুরের ফলে রাজধানীতে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত কোন কোন রাস্তায় যানবাহন চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। আশপাশের রাস্তাগুলোতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে।

নওগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও রংপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা জানান, সেখানেও ছাত্ররা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে বই হাতে রাস্তায় মিছিল করে। তারা ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা জানায় এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে মিলিত হয়। রংপুরে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।